যুগান্তর

তারিখ 20 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সেরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং

গবেষণায় ত্রুটি ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনএসইউর

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে প্রকাশিত সাম্প্রতিক র‍্যাংকিংকে স্বাগত জানিয়েছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় (এনএসইউ)। তবে গবেষণা পদ্ধতি, র‍্যাংকিংয়ের জন্য মানদণ্ড বা বিবেচ্য বিষয় ও তথ্য-উপাত্ত এবং উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রতিষ্ঠানটির নীতিনির্ধারকরা। তারা বলেছেন, 'এতে নানা ত্রুটির পাশাপাশি পক্ষপাতিত্ব আছে। এ ধরনের গবেষণাকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটির বৈধ কোনো অনুমোদন নেই। পুরনো তথ্যের ওপর ভিত্তি করে র‍্যাংকিং তৈরির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মর্যাদা নিয়ে উপহাস করা হয়েছে।' রোববার বিশ্ববিদ্যালয়টির নিজস্ব ক্যাম্পাসে এক সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাংকিংয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। বিশেষ করে র‍্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূচকে দেয়া নম্বর বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথম স্থানে থাকা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এনএসইউ'র তুলনা করা হয়। বলা হয়, 'ফ্যাকচুয়াল (বাস্তবভিত্তিক) তথ্যের বিভিন্ন মানদণ্ডে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়কে নম্বর প্রদানে বৈষম্য করা হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত ফ্যাকচুয়াল তথ্য ২০১২ সালের। এই পুরনো তথ্যে ৬০ শতাংশ নম্বর দেয়া হয়েছে। অপরদিকে পারসেপচুয়াল (ধারণাগত) দিকে ২০১৭ সালের পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়েছে। এটা গবেষণায় পদ্ধতিগত ভুল। কেননা ২০১২ সালের তথ্যের সঙ্গে বর্তমানের কোনো মিলই নেই। গবেষণাকর্মে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিসংখ্যানবিদ ছিলেন না। যে কারণে গাণিতিক বিশ্লেষণে ভুল হয়েছে।' দুটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওআরজি

> নির্মোহভাবে র‍্যাংকিং করা হয়েছে
> —ওআরজি কোয়েস্ট

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

গবেষণায় ত্রুটি ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কোয়েস্ট রিসার্চ লিমিটেড প্রায় এক বছর ধরে র‍্যাংকিং তৈরির কাজ পরিচালনা করে। দেশের খ্যাতিমান এক শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকসহ ৫ জনের একটি উপদেষ্টা কমিটি গবেষণার সূচক নির্ধারণ করে দেন। তারই আলোকে তৈরি করা র‍্যাংকিং তালিকা ১০ নভেম্বর প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়। গবেষণায় বিবেচ্য সব ধরনের সূচক পূরণ করে এমন ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে র‍্যাংকিং করা হয়। সে অনুযায়ী র‍্যাংকিংয়ে প্রথম স্থানে আছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। দ্বিতীয় স্থানে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ও তৃতীয় স্থানে ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে আছে যথাক্রমে আহসানউল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ।

গবেষণায় পারসেপচুয়াল ও ফ্যাকচুয়াল নামে প্রধান দুটি সূচক ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে পারসেপচুয়াল স্কোরে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সবার শীর্ষে অবস্থান করছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে আছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি এবং তৃতীয় স্থানে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। অপরদিকে ফ্যাকচুয়াল স্কোরে শীর্ষে আছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, তৃতীয় স্থানে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। পারসেপচুয়াল স্কোরের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি (এনএসইউ) অবশ্য কোনো আপত্তি জানায়নি।

সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাংকিংয়ের বিভিন্ন দিকে পর্যালোচনা তুলে ধরেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্টাডিজ দফতরের পরিচালক অধ্যাপক শরীফ নুরুল আহকাম। ভিসি অধ্যাপক ড. আতিকুল ইসলাম, ডিন আবদুর রব খান, অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান এবং জনসংযোগ দফতরের উপপরিচালক বেলাল আহমেদ বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

ভিসি অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম বলেন, 'আমরা এই গবেষণা প্রত্যাখ্যান করছি না। এ ব্যাপারে কোনো আইনি পদক্ষেপ নেয়ার ইচ্ছাও নেই। দেশে ভালো র‍্যাংকিং প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। সেই হিসেবে ওআরজি কোয়েস্ট যে গবেষণা করেছে সেজন্য অভিনন্দন জানাই। এতে ইতিবাচক প্রতিযোগিতার পথ সুগম হবে। কিন্তু যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তাতে ত্রুটি আছে। বিভিন্ন সূচকে যে নম্বর প্রদান করা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। তাই এই র‍্যাংকিংয়ের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখার অধিকার আমাদের আছে।'

তিনি আরও বলেন, 'ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক আছে। তারা ভালো করলে আমরা অভিনন্দন জানাব। কারও পা কেটে আমরা লম্বা হতে চাই না। বরং আমার ত্রুটি দূর করেই আমি বড় হতে চাই।'

সংবাদ সম্মেলনে একাধিক বক্তা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বছরে ৪০ কোটি টাকা এ খাতে ব্যয় করতে হলে প্রত্যেক শিক্ষকের সাড়ে ৬ লাখ টাকা খরচ করতে হয়। যদি অর্ধেক শিক্ষকের মধ্যে উল্লিখিত তহবিল বণ্টন করা হয়, তাহলেও প্রত্যেককে ১৩ লাখ টাকা করে খরচ করতে হয়। কিন্তু সেটা বাস্তবে করা হয়েছে কিনা— সেই জবাব গবেষণায় স্পষ্ট নয়। তবে আমরা (এনএসইউ) গবেষণায় প্রচুর বরাদ্দ করে থাকি। এ বছরও এ খাতে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে। এছাড়া দেশি-বিদেশি তহবিল থেকেও ব্যয় করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে র‍্যাংকিং গবেষণা পরিচালনাকারী সংস্থা ওআরজি কোয়েস্টের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনজুরুল হক যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা জানি এ ধরনের কাজ নিয়ে বিতর্ক হবে। সবার পছন্দ হবে না। কিন্তু শিক্ষার্থীদের তথ্য দেয়া, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা তৈরি ও সার্বিকভাবে দেশকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে গবেষণাটি করা হয়েছে। আমরা আমাদের গবেষণাকে শতভাগ শুদ্ধ বলছি না। তবে উনিশ-বিশ হতে পারে— এর বেশি নয়।' তিনি বলেন, 'দুটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গবেষণাটি হয়েছে। সারা পৃথিবীতেই এ ধরনের গবেষণা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানই করে থাকে। তবে আমরা নিশ্চিত করছি, নির্মোহভাবেই গবেষণাটি করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ ছিল না।'

গবেষণায় যে ৫ উপদেষ্টা যুক্ত ছিলেন তাদের একজন অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'এই গবেষণায় আমরা কয়েকজন কেবল উপদেষ্টার ভূমিকায় ছিলাম। একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালো বা মন্দ মূল্যায়নে যেসব সূচক সারা পৃথিবীতে ব্যবহার করা হয়, সেগুলো আমরা ঠিক করে দিই। এর বেশি কোনো ভূমিকা আমাদের ছিল না। তাই র‍্যাংকিং তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই। আমি মনে করি, এই গবেষণার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের ইতিবাচক-নেতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করে উন্নতির দিকে আগাতে পারবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় জগতে বিরাজমান নৈরাজ্য দূর হবে। সার্বিকভাবে দেশ লাভবান হবে।'